

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

শুষ্ক ও ভ্যাট বিভাগের মাসিক রাজস্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত :

রাষ্ট্রের রাজস্ব ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে রাজস্ব ফাঁকি রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য শুষ্ক ও মূসক কর্মকর্তাদের এনবিআর চেয়ারম্যানের নির্দেশ।

শুষ্ক ও ভ্যাট বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের রাজস্ব সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কর্মকৌশল এবং আগস্ট ২০১৬ মাস পর্যন্ত সময়ের রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত অগ্রগতি ও পর্যালোচনা বিষয়ক মাসিক রাজস্ব সম্মেলন ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। রাজস্ব সম্মেলনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুষ্ক ও ভ্যাট বিভাগের সদস্যবর্গ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণসহ মাঠ পর্যায়ের শুষ্ক ও ভ্যাট বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণ উপস্থিত ছিলেন। রাজস্ব সম্মেলনের শুরুতে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্প্রতি নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ৭১তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে আন্তর্জাতিক সম্মতি ও জঙ্গিবাদ সম্পর্কে এবং নারীর ক্ষমতায়ন, এসডিজির অর্থায়ন এবং বাংলাদেশে ব্যবসা বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী ও ঐতিহাসিক বক্তব্যের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। যা অধিবেশনে উপস্থিত বিশ্ব নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রাজস্ব সম্মেলনে রাষ্ট্রের রাজস্ব ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে নানামুখী উদ্যোগের পাশাপাশি শুষ্ক ও মূসক ফাঁকি রোধ কার্যক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাঠ পর্যায়ে শুষ্ক ও ভ্যাট বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমিশনারদের শুষ্ক ও মূসক ফাঁকি রোধে পূর্ণ উদ্যমে সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। রাজস্ব সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কর্মকৌশল এবং রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকলকে সচেষ্ট থাকতে নির্দেশনা প্রদানপূর্বক সভায় সর্বসম্মতভাবে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা নিম্নরূপঃ

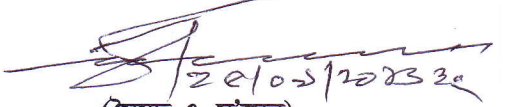
- ১) মাঠ পর্যায়ে শুষ্ক ও মূসক আহরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা মোকাবেলায় রাজস্ব বোর্ড প্রণীত কৌশলপত্র অনুযায়ী যথাযথভাবে কাজ করা;
- ২) ২০১৭ সালের জুলাইতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুষ্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা, আলোচনা সভা ও কর্মশালা আয়োজন করা। যাতে সম্মানিত অংশীজন ও ব্যবসায়ী মহল যথাযথভাবে নতুন আইনের ব্যবহার বিষয়ে সম্যক ধারণা পেতে পারেন;
- ৩) মাসিক রাজস্ব সম্মেলন অনুষ্ঠানে নির্ধারিত তারিখের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক সভা ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা। বিশেষ করে শুষ্ক ও ভ্যাট আদায়, এডিআর ও কেস স্টাডি প্রতিবেদন সংক্রান্ত অগ্রগতি যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা;
- ৪) কাস্টমস্ হাউস ও শুষ্ক স্টেশনসমূহে পণ্য খালাসে হয়রানি, সময়ক্ষেপণ, ভোগান্তি নিরসনের জন্য আরো সচেতনভাবে কাজ করা এবং আমদানি-রপ্তানি কাজ আরো গতিশীলভাবে করা;
- ৫) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম (ADR) কে অধিকতর কার্যকর করার জন্য বছরের শুরুতেই প্রতিটি কমিশনারেটের এডিআর এর মাধ্যমে সম্ভাব্য নিষ্পত্তিযোগ্য মামলাসমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন করা; শুষ্ক ও মূসক বিভাগের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের এডিআর কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ ও আলোচনা সভা আয়োজন করা;
- ৬) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন কাস্টমস্ হাউস/কমিশনারেটসমূহের অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সম্মানিত করদাতা ও রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাদের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সুসম্পর্ক এবং আস্থার পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে এডিআর পদ্ধতিকে কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

- ৭) শুল্ক ও মূসক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সেবামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়, যাতে করে শুল্ক ও মূসক বিভাগের প্রতি জনগণের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত থাকে। ইতোমধ্যে এ দুই বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সেবামূলক বিভিন্ন কর্মসূচী সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। ভবিষ্যতেও এ সকল সফল কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা ও ইমেজ যেন অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে;
- ৮) এনবিআর প্রবর্তিত Revenue Mobilization Forum (RMF) এর মাধ্যমে দৈনন্দিন ভিত্তিতে রাজস্ব সংগ্রহ পদ্ধতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এ পর্যালোচনার ফলাফল তাত্ক্ষণিকভাবে সকল কমিশনার ও মহাপরিচালকগণকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে যোগাযোগপূর্বক অবহিত করা;
- ৯) রাজস্ব ফাঁকি রোধে ‘জিরো টলারেন্স এবং দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালন, নীতি কঠোরভাবে প্রতিপালন করা। রাজস্ব ফাঁকি রোধে পরিচালিত বিভিন্ন অভিযান আরো ফলাফল ভিত্তিক এবং সক্রিয় করা; এবং
- ১০) সারাদেশে যে সকল অসৎ ব্যবসায়ী রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা নেয়া। এজন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সিআইসি), শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর এবং মূসক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরসহ সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সাথে সমন্বয় করে যৌথভাবে অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট/ কাস্টমস হাউস থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

সভায় মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণ তাঁদের নিজ নিজ দপ্তরের Strategic Action Plan বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদনসহ রাজস্ব আদায়ের অগ্রগতির উপর একটি Power Point Presentation উপস্থাপন করেন।

সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর দিক-নির্দেশনামূলক সমাপনী বক্তব্যে বলেন, “২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত রাজস্ব সংগ্রহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ২০ শতাংশ; যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১০.৬২ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিচালিত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণপূর্বক রাজস্ব সংগ্রহের ধারাবাহিকতা এবং গতিশীলতা বজায় রাখতে হবে। রাজস্ব ফাঁকি রোধে সকলকে এক সাথে কাজ করতে হবে। এসময় তিনি আরো বলেন, ‘সরকার ঘোষিত “রূপকল্প-২০২১ এবং ২০৪১” এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী বাংলাদেশের দিকে ধাবিত হচ্ছি। এজন্য আমাদেরকে রাজস্ব সংগ্রহের কাজে সর্বাত্মকভাবে মনোনিবেশ করার পাশাপাশি রাজস্ব-বান্ধব, ব্যবসা-বান্ধব, করদাতা-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে’।

বর্ণিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র অনুরোধ করা হলো।


(সৈয়দ এ. মুমেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপকঃ

বার্তা সম্পাদক

সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া।